কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৭ ❑ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ❑ ২০১৪ খ্রি. ❑ ১৭ ভাদ্র-১৬ কার্তিক ❑ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টা মন্ডলী
মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন এনডিসি
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ রমজান আলী
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আকতার আলী
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ মাহবুবুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমেদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
মোঃ আব্দুল মাজেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
আফরিনা বেগম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
মিডিয়ালাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩১২২২১

সম্পাদকীয়

১৬ অক্টোবর ২০১৪ বিশ্ব খাদ্য দিবস। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতিবছর এ দিবসটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে খাদ্য দিবস উপলক্ষে সেমিনার ও মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল "পারিবারিক কৃষি: প্রকৃতির সুরক্ষা, সবার জন্য খাদ্য"। পারিবারিক কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতিসংঘ ২০১৪ সালকে 'আন্তর্জাতিক পারিবারিক কৃষি বছর' হিসেবে ঘোষণা করে। এ বছর বিশ্ব খাদ্য দিবস পৃথিবীর ধারাবাহিক খাদ্য নিরাপত্তা, স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে পারিবারিক কৃষির অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি উপকরণ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এজন্য বিএডিসি'র বীজের সরবরাহ, সার ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। "যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাদের জন্য"। এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিএডিসি ক্ষুধা জয়ের নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা উন্নয়ন মহাসড়কের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি। এখন আমরা একত্রে সমৃদ্ধশীল ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছি। পারিবারিক কৃষি এ প্রচেষ্টার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি।

ভেতরের পাতায়.........................

নিজেদের খাদ্য দেশেই উৎপাদন করতে হবে-কৃষিমন্ত্রী ০৩
বেলারুশ হতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি ________ ০৪
৪র্থ এগ্রো বাংলাদেশ মেলা -২০১৪ অনুষ্ঠিত ________ ০৫
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ক্ষুদ্রসেচ উইং এর কাজের বিবরণ ও লক্ষ্যমাত্রা ০৭
রংপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি'র সফল বাস্তবায়ন ________ ০৯
মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহে কৃষিকর্মী প্রকল্পের উদ্যোগে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স শুরু ১১
জাতীয় বীজ নীতি ও বিএডিসির কার্যক্রম একটি পর্যালোচনা ________ ১৩
অগ্রহায়ণ - পৌষ মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

নিজেদের খাদ্য দেশেই উৎপাদন করতে হবে-কৃষিমন্ত্রী

দেশের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দেশেই উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এগিয়েছে এটা সরকারের অতিনিন্দুকেরাও স্বীকার করবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে আমরা চাল রপ্তানি করছি।

গত ১৬ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও মেলার উদ্বোধনী বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি একথা বলেন।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

তিনি আরো বলেন, সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে পারিবারিক কৃষির কোন বিকল্প নেই। সময় এসেছে একটি পরিবারের সেই সকল নির্বাচন করার যে কৃষিতে ভূমিকা রাখবে। একই সাথে তার জন্য প্রথমেই উন্নত প্রযুক্তি ও সামাজিক জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া কৃষিকে লাভজনক, আকর্ষণীয় ও বাণিজ্যিকীকরণ করতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, গত কয়েক বছর আমরা চাল আমদানি করি না। আমাদের কৃষকদের মেহনত ও কৃষিমন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিদেশ উন্নত দেশ এসো অর্থ সহায়তা দিতে পারে তবে বিপদে কেউই খাবার দেয় না। এমন অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের আছে। তাই কারও মুখাপেক্ষী নয়, নিজের খাবার নিজেকে উৎপাদন করতে হবে। বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ এর লক্ষ্য হলো একটি সক্রিয়, সুসমন্বিত ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের যে দুর্বলতা ও একই সাথে আমাদের সুযোগ গুলো চিহ্নিত করে কৃষির পরিবেশ সুরক্ষা, সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত করা।

এবারের খাদ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "পারিবারিক কৃষি: প্রকৃতির সুরক্ষা, সবার জন্য খাদ্য"। সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন এফএও-র বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাইক রবসন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোঃ কামাল উদ্দিন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংয়ের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আনোয়ার ফারুক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব ড. এস. এম নাজমুল ইসলাম। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। খাদ্য মেলায় বিএডিসি'সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি, কৃষি সচিব ড. এস. এম নাজমুল ইসলাম ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন।

'ভাল বীজে ভাল ফসল'

বেলারুশ হতে ১ লক্ষ ২০ হাজার মে.টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি

সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও Belarusian Potash Company (BPC) এর General Director Elena Kudryavets

বাংলাদেশে এমওপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বহির্বিশ্ব পর্যায়ে বেলারুশ হতে বিএডিসি ১ লক্ষ ২০ হাজার মে.টন এমওপি সার আমদানি করতে যাচ্ছে। বিএডিসি'র পক্ষে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও Belarusian Potash Company (BPC) এর General Director Elena Kudryavets এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

চলতি অর্থবছরে এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে বিএডিসি ও Belarusian Potash Company (BPC) এর মধ্যে গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশে এমওপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বহির্বিশ্ব পর্যায়ে একটি প্রতিনিধি দল গত ০১ সেপ্টেম্বর থেকে ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বেলারুশ সফর করেন। প্রতিনিধি দলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) জনাব স্বপন কুমার সাহা, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও বিএডিসি'র উপব্যবস্থাপক (সার) জনাব মোহাম্মদ ইউনুস অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বেলারুশের কৃষিমন্ত্রী Mikhail Myasnikovich এর সাথে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ও উপব্যবস্থাপক (সার) জনাব মোহাম্মদ ইউনুস

পদোন্নতি

অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজন) এর চলতি দায়িত্বে বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত কৃষিপুলের কর্মকর্তা জনাব আবু আলমকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজন), বিএডিসি ঢাকা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে মোঃ রমজান আলীর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ রমজান আলী গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ রমজান আলী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে এম.বি.এ. ডিগ্রিও লাভ করেন। তিনি বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। চাকুরী জীবনে তিনি বিভিন্ন জায়গায় সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, পরিদপ্তরে সুনামের সাথে চাকুরী করেছেন। তিনি দুই সন্তানের জনক। তাঁর নিজ জেলা মানিকগঞ্জ।

৪র্থ এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ অনুষ্ঠিত

৪র্থ এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ উপলক্ষে স্থাপিত বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এমপি, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জসিমুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়ন এবং খাদ্য ও শস্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ টেকনোলজি সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এবং কৃষির সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "৪র্থ এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ ও সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংয়ের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আনোয়ার ফারুক। এতে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরো অনেক গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। শুধু প্রযুক্তি উদ্ভাবন করলেই চলবে না, সেগুলো যাতে দ্রুত কৃষকদের কাছে পৌঁছানো যায় সেদিকে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সেক্টরকেও ভূমিকা রাখতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানের কৃষি ব্যবস্থা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় ছিতিশীল। কৃষক আজ তার প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ, মূলধন ও প্রযুক্তির জন্য কারোর জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। কৃষিতে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা, শস্য বিন্যাস, খাদ্যাভাস পরিবর্তন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়নসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তনের সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

মেলায় বিএডিসি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। এ সময়ে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ উপলক্ষে স্থাপিত বিএডিসি'র স্টলে দর্শনার্থীদের সমাগম

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ৪৫,৩৫১ মে.টন সার বরাদ্দ

বিএডিসি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০১৪ মোট ৪৫,৩৫১.৩৫ মে.টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। কৃষক পর্যায় বিক্রয় করা হয়েছে ৮০,৮৮৬ মে.টন সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ২২,৮৮৬ মে.টন, এমওপি ২০,১৭২.৪৫ মে.টন এবং ডিএপি ২,১৮২.৯০ মে.টন। ১ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মজুদ সারের পরিমাণ ১,১৬,৩১৭ মে.টন। মজুদের সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

একনেকে বিএডিসি'র সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত

সিলেট বিভাগের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৮৬ হাজার ২৫১ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য 'সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প' নামক প্রকল্পটি অনুমোদন দেয় একনেক সভা। গত ২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপার্সন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) অক্টোবর, ২০১৪ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন করবে।

এছাড়াও দেশ ব্যাপী উন্নত জাতের বীজ আলু উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য 'কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক একটি সংশোধিত প্রকল্পও অনুমোদিত হয় একনেক সভায়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্মিলিতভাবে জুন,২০১৬ এর মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। সংবাদ সূত্র: দৈনিক যুগান্তর ২২-১০-২০১৪ইং

চলতি মৌসুমে বিএডিসি ৬০,২৯১ মেট্রিক টন বোরো ধান বীজ বিতরণ শুরু করেছে

চলতি ২০১৪-১৫ উৎপাদন বর্ষে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে কৃষক পর্যায়ে ৬০,২৯১ মে:টন বোরো ধান বীজ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মধ্যে ভিত্তি (Foundation) শ্রেণির ২৭০৪.০৩৩ মে:টন, প্রত্যায়িত (Certified) শ্রেণির ৫১৩৩৮.৮৭৪ মে:টন ও হাইব্রিডসহ মানঘোষিত (Truthfully leveled seed) শ্রেণির ৫২,০১৮.১৮২ মে:টন বোরো ধান বীজ রয়েছে। "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্র, জেলা ট্রানজিট বীজ বিক্রয় কেন্দ্র, বীজ ডিলার এবং জেলা/উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে কৃষকদের মাঝে বীজ বিক্রয় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ২৩টি অঞ্চলের ৬৪টি জেলায় বোরো ধান বীজ স্থানান্তর করা হয়েছে। কৃষকগণ যাতে সময়মত, সঠিক দামে ও সংস্থার নির্ধারিত দরে বীজ পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিএআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালায় বিএডিসি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ

গত ৬ সেপ্টেম্বর'২০১৪ থেকে ১০সেপ্টেম্বর' ২০১৪ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)এর কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০১৪ তে বিএডিসির বীজ ও উদ্যান উইং এর কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। বিষয়ভিত্তিক উক্ত কর্মশালার প্রতিদিন একজন করে কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। ড. মোঃ মেছবাউল কবির, মহাব্যবস্থাপক(ধান বিভাগ), ড. মোঃ সাদেক হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক(বীজ), ড. মোঃ ইসহাক,উপব্যবস্থাপক(উদ্যান), ড. মোঃ আকবর হোসেন খান, উপব্যবস্থাপক (কর্মসূচি), ড. মোঃ মফিজুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপক(উন্নয়ন), ড. মোঃ সামসুল ইসলাম, উপমহাব্যবস্থাপক(ডাল ও তৈল), ড. মোঃ শাহাদাত হোসেন, উপব্যবস্থাপক(বীজ) এবং ড. মোঃ খলিল আহমেদ, উপব্যবস্থাপক(পাটবীজ) উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

খাদ্য মেলায় বিএডিসি স্টলের দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ

বিআরসি চত্বরে অবস্থিত খাদ্যমেলা-২০১৪ তে বিএডিসি'র স্টল দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। গত ১৬-১৮ অক্টোবর এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'পারিবারিক কৃষি: প্রকৃতির সুরক্ষা, সবার জন্য অন্ন'। বিএডিসি স্থাপিত স্টলে বিভিন্ন জাতের দেশি-বিদেশি ফল প্রদর্শিত হয়। এসব ফলের মধ্যে জলপাই, ডালিম, স্ট্রবেরি, জলপাই, আমলকী, অ্যাভোকেডো, পানিফল, বিলিম্বি, ড্রাগন ফল, মিষ্টি তেঁতুল, খুদিজাম, কামরাঙা, আঁশফল, আমড়া, আমরা, আনারস, শরিফা, ডালিম, কদবেল, বেল, জামরুল ও পেয়ারাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি প্রদর্শিত হয়। ভূগর্ভস্থ সেচনালা, বারিড পাইপের মাধ্যমে পানির প্রবাহ, রাবার ড্যামের মডেল মেলায় দেখানো হয়। এছাড়া লবণাক্ততা সহিষ্ণু, খরা সহিষ্ণু বীজ ও অন্যান্য অনেক ধরনের বীজ মেলায় প্রদর্শিত হয়।

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাদের জন্য

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ক্ষুদ্রসেচ উইং-এর কাজের বিবরণ ও লক্ষ্যমাত্রা

মোঃ খলিলুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্প ও কর্মসূচি'র আওতায় নিম্ন বর্ণিত কাজের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কাজের বিবরণ	একক	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কাজের লক্ষ্যমাত্রা		
			প্রকল্প	কর্মসূচি	মোট
১।	খাল/পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪৬০	২৫২	৭১২
২।	বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	কিঃমিঃ	১০	৬	১৬
৩।	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ	কিঃমিঃ	৫.৬	১১০.১	১১৫.৭
৪।	গভীর নলকূপ পুনর্বাসন	সংখ্যা	২৫৫	-	২৫৫
৫।	গভীর নলকূপ খনন ও স্থাপন	সংখ্যা	১৫৭	১১	১৬৮
৬।	ভূ-গর্ভস্থ/ধাতব পাইপ লাইন নির্মাণ	কিঃমিঃ	৪০৪.৮৭	-	৪০৪.৮৭
৭।	শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	১৭৩	০৬	১৭৯
৮।	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৪০০	৩১০	৭১০
৯।	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ	সংখ্যা	৮৮৩	৫	৮৮৮
১০।	স্মার্টকার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সংখ্যা	২০১	-	২০১
১১।	[illegible] নালা নির্মাণ	মিটার	১০৭৫	-	১০৭৫
১২।	রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	২	-	২
১৩।	কৃষক/কিষাণী/অপারেটর প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২৩৫৫	-	২৩৫৫

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অতিরিক্ত ৬০ হাজার হেক্টর জমি সেচের সুবিধার আওতায় আসবে এবং এতে উক্ত বছরে ৩ লক্ষ মেট্রিক টন অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ক্ষুদ্রসেচ উইং এর প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সর্বশেষ

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১.	[illegible] পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিবিড় করা ... ও নরসিংদী জেলার সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে PEC সভার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
২.	বৃহত্তর দিনাজপুর ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	PEC সভার আলোকে পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৩.	গাইবান্ধা-বগুড়া-জয়পুরহাট ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	PEC সভার আলোকে পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৪.	ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জ সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পটি এখন অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৫.	[illegible]-সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৬.	খুলনা-যশোর-সাতক্ষীরা সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭.	ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পটি একনেক এর অপেক্ষায় আছে।
৮.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পটি একনেক এর অপেক্ষায় আছে।
৯.	বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পটি একনেক এর অপেক্ষায় আছে।
১০.	সিলেট বিভাগ সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	স্টিয়ারিং কমিটির সভার আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
১২.	USAID অর্থায়নে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের (বরিশাল) অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পুনর্বাসন প্রকল্প	প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
১৩.	যশোর-[illegible] ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।
১৪.	খুলনা-সাতক্ষীরা-বাগেরহাট সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।
১৫.	বিএডিসি'র সেচ বিভাগের অফিস ভবন ও স্টাফ কোয়ার্টার পুনঃনির্মাণ/নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প।	ডিপিপি প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় চাষযোগ্য ধান

প্রকৃতির বিরূপ আবহাওয়ার তথা জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে পারছে না পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বীজ বর্ধন খামারের চাষাবাদ। চলতি মৌসুমে চাষাবাদ হচ্ছে দুসপ্তাহ পানির নিচে তলিয়ে নষ্ট না হওয়া জাতের ধান। জানা যায়, ২৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দেশের সর্ববৃহৎ বীজ বর্ধন খামার পটুয়াখালী জেলার পূর্বে দশমিনা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া চরে অবস্থান। প্রতিবছর ঝড় জলোচ্ছ্বাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফসলে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। সর্বস্বান্ত হয় এ অঞ্চলের কৃষকরা। অধিক উৎপাদন ও খাদ্য সংকট দূর করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাগর উপকূল পটুয়াখালী দশমিনা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া চরে দেশের সর্ববৃহৎ বীজ বর্ধন খামার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৩ সালের ১৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীজ বর্ধন খামার উদ্বোধন করেন। জলবায়ু সহনশীল বীজ ও ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে বিএডিসি'র গবেষকরা গবেষণা শুরু করেন। গবেষকদের প্রাথমিক গবেষণায় চাষকৃত ফসল ও বীজ উৎপাদনে সফলতার আলোর মুখ উজ্জ্বল হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। প্রাথমিক গবেষণায় গত বছর ৩৮২ মেট্রিক টন বীজ ও ফসল উৎপাদন হয়। চাষকৃত জমির মধ্যে ১২০ একর জমিতে উফশী ব্রিধান-৫২'র সম্ভাবনা মাত্রার অধিক উৎপাদন হয়। এ জাতীয় বীজফসল ও রোপণকৃত চারা একনাগাড়ে ১৪ দিন পানির নিচে তলিয়ে থাকলেও কোনো ক্ষতি হয় না বলে খামার কর্তৃপক্ষ জানান।

সংবাদ : দৈনিক [illegible]
[illegible]

রংপুর ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৫ হাজার মে.টন অতিরিক্ত চাল উৎপাদনের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিএডিসি'র অধীনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন কর্মসূচির ৪টি প্রকল্পের অধীনে রংপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার খাল খনন, ডিপটিউবওয়েল বসিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন ও ৮টি এলএলপি সোলিক্ট পাম্পস্থাপনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সবগুলো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় রংপুরের ৫টি উপজেলায় আড়াই হাজার হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে এবং এতে করে প্রায় ৫ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কৃষি বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। জানা গেছে, ২ কোটি ৯৯ লাখ টাকা ব্যয়ে রংপুরের বদরগঞ্জ, সদর উপজেলা পীরগঞ্জ, কাউনিয়া ও পীরগাছা উপজেলায় ৯টি ডিপটিউবওয়েল খনন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন ও ৮টি এলএলপি সোলিক্ট পাম্প স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে চারটি উপজেলার খরা মৌসুমে হাজার হাজার হেক্টর জমি সেচ সুবিধা পাবে এবং কৃষকরা কম মূল্যে সেচ সুবিধা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় খাল থেকে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল পারাপার ও যাতায়াত ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তাছাড়া পরিবেশ রক্ষার্থে খালের দুপাশে বিপুল সংখ্যক বনজ ও ফলদ এবং ঔষধী গাছ লাগানো হয়েছে।

অন্যদিকে রবি মৌসুমে খাল থেকে সেচ দেয়ার জন্য কৃষকরা যাতে সহজেই তাদের জমিতে সেচ দিতে পারে সে জন্য ২ কোটি ১০ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ে বদরগঞ্জ উপজেলায় ১২ কিলোমিটার এবং পীরগঞ্জ উপজেলায় ১৮ কিলোমিটার খাল খনন কাজ শেষ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে বিএডিসি'র নির্বাহী প্রকৌশলী শরিফুল ইসলাম জানান, তাদের প্রতিটি কাজের গুণগত মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ জন্য মাঠ পর্যায়ে সর্বস্তরের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী সার্বক্ষণিক কাজ তদারকি করেন। এছাড়াও তিনি নিজে এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অনেকসময় প্রকল্প স্থান পরিদর্শন কাজের গুণগত মান সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকি করেছেন। অন্যদিকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিএডিসির চেয়ারম্যান, প্রধান প্রকৌশলীসহ অনেকেই প্রকল্প পরিদর্শনে এসে কাজের গুণগত মানে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় ফলে রংপুরের ৫টি উপজেলায় আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এতে করে অতিরিক্ত ৫ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হবে আশা প্রকাশ করেছেন ওই কর্মকর্তা।

সংবাদ : [illegible]
[illegible]

রংপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি'র সফল বাস্তবায়ন

প্রকৌশলী এস.এম. শহীদুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী ও কর্মসূচি পরিচালক, বিএডিসি, রংপুর

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষিতে সম্ভাবনাময় জেলা রংপুর জেলা। জেলার ৮টি উপজেলায় মোট আয়তন ২,২৯,৬৮০ হেক্টর। মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২,০১,৫৯১ হেক্টর। সেচকৃত জমির পরিমাণ ১,৬২,২০৭ হেক্টর (অর্থাৎ ৮০.৫০%)। (তথ্য সূত্রঃ Minor Irrigation Survey Report ২০১২-১৩)

রংপুর জেলার শুষ্ক মৌসুমে বোরো ফসল উৎপাদনের জন্য ও আমন উৎপাদনের জন্য সেচ সংকট দেখা যায়। খাল বিল ভরাট হয়ে যাওয়ায় সকল বর্ষা মৌসুমের শেষে সেচের জন্য পানি সংরক্ষিত থাকে না এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার জলাবদ্ধতা দেখা যায়। ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়।

ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী খাল/নালা পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বর্ষা শেষে সেচের পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ও এলএলপি স্থাপন এবং অন্যান্য এলাকার গভীর সেচ নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সংকট দূর করতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রংপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১২.০২২.০৩৭.০০.০০.২০.২০১১ -৭১১তাং- ০৩/০১/২০১২ইং অনুমোদিত হয়। যা বিএডিসি, রংপুর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

১। ৪০ কিমি খাল/নালা পুনঃখনন/সংস্কার, ৮টি ১ কিউসেক এলএলপি সেচযন্ত্র ও বিদ্যুতায়িত ৮ টি এলএলপি স্থাপনের মাধ্যমে ৫৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান

২। সেচ নিষ্কাশন অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ/নিষ্কাশন এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪০০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৮৫২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নের সময়সীমা ছিল ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর।

কর্মসূচির মেয়াদকালে কর্মসূচির মাধ্যমে রংপুর জেলার ৪০ কিঃমিঃ খাল/নালা পুনঃ খনন করা হয়, ৮টি ১-কিউসেক ডিজেল চালিত এলএলপি স্থাপন ও প্রতি স্কীমে ৫০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ৪টি বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়ন ও প্রতিটি স্কীমে ৬২৫ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে। বদরগঞ্জ উপজেলার খননকৃত কাকিনারী খালের উপর একটি ও ক্রেস্ট এবং সুইসগেট নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত সুইচ গেটের মাধ্যমে আমন মৌসুমে প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। কর্মসংস্থান, যোগাযোগ ও ফসল পারাপারের এবং যাতায়াত ব্যবস্থা সহজীকরণের জন্য পুনঃ খননকৃত খালের উপর ১০ টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য খননকৃত খালের পাড়ে ৫১টি পাইপ কালভার্ট/ড্যাম্পিং ও ৩০৩টি ১৮-ইঞ্চি ডায়া আরসিসি আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে। খালের পাড়ের সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য প্রতি কিমি-এ ১০০০টি ফলজ/বনজ বৃক্ষ রোপণ ও টার্ফিং কাজ করা হয়েছে।

মোট ৮৩৪.৫৫২০১ লক্ষ টাকা ব্যয়পূর্বক কর্মসূচির ১০০% ভৌত অগ্রগতি সফলভাবে জুন'১৪ তে সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা সেচ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে স্কীম নির্বাচনপূর্বক কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কাজ সমূহের গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট মেকানিক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সার্বক্ষণিক তদারকি করেছেন। এছাড়া সংস্থার প্রধান কার্যালয় হতে সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ আনওয়ার আলী খান, উপপ্রধান প্রকৌশলী জনাব জহির উদ্দিন, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক ও সংস্থার কর্মসূচি মনিটরিং টীম এবং কৃষি মন্ত্রণালয় হতে উপ-সচিব জনাব শাহান-ই-আরা বিনতে হুদা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন সময়ে বাস্তবায়িত ও চলমান কাজ সমূহ পরিদর্শন করেন।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে রংপুর জেলার মোট ৫৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানপূর্বক ৪০০০ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটাতে কর্মসূচির কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কর্মসূচির বাস্তবায়িত অংশসমূহের পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের জন্য কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া জুন'১৪ তে বৃহত্তর বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর রংপুর ও নীলফামারী জেলার সেচ বিষয়ক বিএডিসি'র কোন প্রকল্প থাকছেনা। বৃহত্তর রংপুর জেলা আধুনিক সেচ প্রকল্প চলমান থাকলেও উক্ত প্রকল্পে রংপুর জেলার ৩টি উপজেলার ও নীলফামারী জেলার ৩টি উপজেলার প্রকল্পের কার্যক্রমের মাত্র ৫% কাজ ধরা হয়েছে। যা উল্লেখ করার মতো নয়। যেহেতু রংপুর ও নীলফামারী জেলা বর্তমানে খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময় এলাকা এবং সেচ সংকট এখনও এ অঞ্চলে পুরোপুরি নিরসন করা সম্ভব হয়নি। একারণে রংপুর ও নীলফামারী জেলায় ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প গ্রহণ করা বিএডিসি'র একান্ত প্রয়োজন।

হিসাব নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ আজিজুল ইসলামের অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর হিসাব নিয়ন্ত্রক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আজিজুল ইসলামের অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে এক বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন এনডিসি। এতে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ বাহুবুল হক।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মোঃ আজিজুল ইসলাম এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বিএডিসিতে দীর্ঘ চাকরী জীবনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড এর কমান্ডার, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশন এর জাতীয় সভাপতি ও বিএডিসি কৃষিভবনের মসজিদ কমিটির সভাপতিসহ বিভিন্ন দায়িত্ব অত্যন্ত সুনামের সাথে পালন করেন।

অনুষ্ঠানে সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন, নিয়ন্ত্রক অডিট ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, বিভাগীয় প্রধানগণ, অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি চেয়ারম্যান এর চেয়ারখালি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের সাইট পরিদর্শন

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি গত ৩০ আগস্ট ২০১৪ তারিখে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার নাকুগাঁওয়ের চেয়ারখালি নদীর উপর প্রস্তাবিত রাবার ড্যাম নির্মাণের সাইট পরিদর্শন করেন। সাইট পরিদর্শনকালে বিএডিসি'র স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় চেয়ারম্যান স্থানীয় কৃষক ভাইদের সাথে রাবার ড্যাম নির্মাণের উপকারিতা বিষয় মত বিনিময় করেন।

চলতি মৌসুমে বিএডিসি'র ২২৪১৩ মে.টন (প্রায়) গম বীজ বিতরণ শুরু

চলতি ২০১৪-১৫ উৎপাদন বর্ষে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২২৪১২.৭১২ মে.টন গম বীজ বিতরণ শুরু করেছে। এর মধ্যে প্রত্যায়িত শ্রেণির ১৯৭৯.৫৪২ মে.টন ও মানঘোষিত শ্রেণির ২০৪৩৩.১৭ মে. টন গম বীজ রয়েছে। কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচিতে প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত শ্রেণির ১৪৫০.২ মে.টন গম বীজ সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্ট প্রত্যায়িত শ্রেণির ১৭৭৭.৫১২ মে.টন ও মানঘোষিত শ্রেণির ১৮১৮৩ মে.টন সহ মোট ২০৯৬২.৫১২ মে.টন গম বীজ চলতি রবি মৌসুমে বিক্রয়ের জন্য অঞ্চল, জেলা ও ট্রানজিটভিত্তিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

আউশ ধান বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তমতে ২০১৪-১৫ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের আউশ ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে :

ক্রম নং	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	সকল জাত	ভিত্তি	৩২.০০ (বত্রিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	২৯.০০ (ঊনত্রিশ)

চলতি মৌসুমে ৩৯৬ মে.টন বীজ আলু বরাদ্দ

চলতি মৌসুমে (২০১৪-১৫) বিপণনের জন্য বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে উৎপাদিত ও ৩টি হিমাগারে সংরক্ষিত ভিত্তি শ্রেণির ডায়মন্ড জাতের ২৪৪.৫৮১ মে.টন এবং লেডিরোসেটা জাতের ১৫১.৫৫৯ মে. টনসহ মোট ৩৯৬.১৪০ মে.টন ভিত্তি শ্রেণির বীজ আলু অঞ্চল ও হিমাগারওয়ারী বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

নেরিকা ও নেরিকা মিউট্যান্ট (স্বল্পমেয়াদ) ধানবীজের সংগ্রহ ও বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তমতে ২০১৪-১৫ বর্ষে উৎপাদিত নেরিকা ও নেরিকা মিউট্যান্ট (স্বল্পমেয়াদ) ধানবীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে :

ক্রম নং	বীজের জাত	মৌসুম	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)
১.	নেরিকা ও নেরিকা মিউট্যান্ট (স্বল্পমেয়াদ)	আউশ, আমন, বোরো	মানঘোষিত	৩১.০০ (একত্রিশ)	৩৮.০০ (আটত্রিশ)

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স শুরু

কৃষিবিদ মুহাঃ আনওয়ারুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, মাবীসবৃ প্রকল্প,পিএমইউ, বিএডিসি, ঢাকা

বীজ প্রযুক্তির কার্যকরী প্রয়োগ ছাড়া ভাল বীজ সরবরাহ এবং ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব নয়। প্রজননবিদ কর্তৃক একটি জাত উদ্ভাবনের পর তা ছাড় করলেই কেবল ব্যবহার উপযোগী হয়। জাত মূল্যায়ন, ছাড়করণ, জাত সংরক্ষণ, মৌল বীজ সরবরাহ, মৌল বীজ থেকে ধাপে ধাপে (মৌল বীজ,ভিত্তি বীজ, প্রত্যায়িত বীজ) পরিবর্ধন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বীজ মান ও বীজ মান নিশ্চিতকরণ (মাঠ পরিদর্শন, বীজ পরীক্ষণ), বীজ বিপণন, বীজ ব্যবসা প্রভৃতি বিষয় বীজ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে বীজ প্রযুক্তির স্নাতকোত্তর শিক্ষার অভাব রয়েছে, এর ফলে বীজ সরবরাহ ব্যবস্থায় বীজ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থার উন্নয়নের জন্য বীজ প্রযুক্তির ওপর স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সীড উইং এর উদ্যোগে এ কোর্সটি ২০০০ সন হতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া হয়ে আসছে। এ কোর্স সমাপনকারী বীজ ব্যবস্থাপনার সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং বীজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দৃঢ় হচ্ছে।

বক্তব্য রাখছেন তিন ফ্যাকাল্টির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ শামছুদ্দিন

আইডিবি সহায়তাপুষ্ট 'মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প' এর আওতায় বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু করা হয়েছে। কোর্সে বীজ ব্যবস্থাপনায় কর্মরত বিএডিসি, ব্রি, বারি,ডিএই, বিজেআরআই, এবং বেসরকারি বীজ কোম্পানীর ২০ জন কৃষি স্নাতকধারী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন। কোর্সটি ৩ (তিন) মাস ধরে চলবে এবং বীজ প্রযুক্তির অন্তর্গত সব বিষয় স্নাতকোত্তরভাবে বিস্তর করে শিক্ষা দেয়া হবে। ৩ (তিন) মাসে মোট ৩০০ (তিনশত) ঘন্টা ক্লাশ হবে। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে ক্লাশ নেয়া হবে। প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা নেয়া হবে। বীজ সংক্রান্ত বিষয়ক গবেষণা করে একটি থিসিস জমা দিতে হবে। সন্তোষজনকভাবে কোর্স সমাপনকারীকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। কোর্স ১৮ আগষ্ট,২০১৪ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মুহাঃ আনওয়ারুল ইসলাম স্বাগত ভাষণে বলেন যে, কোর্সটি ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জের হাওড়, পাহাড় এলাকাসহ কৃষিতে বৈচিত্র্যতা রয়েছে। এখানকার প্রশিক্ষণ কোর্সটি এলাকায় কৃষি উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে বিবেচনায় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেয়া হয়েছে। তিনি অংশগ্রহণকারীদের অর্জিত জ্ঞান বীজ ব্যবস্থাপনা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ফ্যাকাল্টির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ শামছুদ্দিন কোর্সে আগত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান এবং এ ধরনের কোর্সের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে এমএসসি ও পিএইচডি কোর্স প্রদান করার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম সোহেল বিভিন্ন অনুষদের ডীন, চেয়ারম্যান, পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর ড. এ এফ এম সাইফুল ইসলাম সভাপতির ভাষণে বলেন বীজ সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য এ ধরনের কোর্সের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি এ কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি কোর্সটি সঠিকভাবে সমাপনের জন্য সহযোগিতা কামনা করেন।

মাগুরায় বিএডিসি বাস্তবায়িত সেচ কর্মসূচির সুফল পাচ্ছে কৃষকরা

২০১১ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন-বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন(বিএডিসি) যশোর অঞ্চল কর্তৃক জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মাগুরা জেলা সদর, শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলার মোট ২২ কিলোমিটার খাল খননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন, বিলের পানি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন ও ১৫টি সেচ নালাসহ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা অংশ হিসেবে এসব খাল খনন ও সেচ নালা নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ফলে এসব এলাকার মানুষের জীবনযাত্রায় লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া।

সংকলিত : দৈনিক সংগ্রাম
১৬-১০-২০১৪ইং

বোরো, গম, ভুট্টা, কাউন, চীনা ও সরগম বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৪-১৫ সালে বিপণনযোগ্য বোরো ধান বীজ গম বীজ, ভুট্টা বীজ, কাউন, চীনা ও সরগম বীজের বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

বীজের নাম	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য (টাকা/কেজি)
বোরো	ব্রি ধান-৫০ (সুগন্ধি)	ভিত্তি	৪৭.০০ (সাতচল্লিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৪২.০০ (বিয়াল্লিশ)
	অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৪১.৫০ (একচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৫.৫০ (পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা)
	হাইব্রিড SL-8H	মানঘোষিত	২১০.০০ (দুইশত দশ)
	ব্রি হাইব্রিড ৩	মানঘোষিত	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ)
গম	সকল জাত	ভিত্তি	৪০.০০ (চল্লিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৭.০০ (সাঁইত্রিশ)
ভুট্টা	খৈ ভুট্টা	ভিত্তি	৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ)
	BARI Hy M-5	মানঘোষিত	৭৫.০০ (পঁচাত্তর)
	BARI Hy M-7	মানঘোষিত	৭৫.০০ (পঁচাত্তর)
কাউন	সকল জাত	মানঘোষিত	২৮.০০ (আটাশ)
চীনা	সকল জাত	মানঘোষিত	২৫.০০ (পঁচিশ)
সরগম	সকল জাত	মানঘোষিত	২৬.০০ (ছাব্বিশ)

চলতি মৌসুমে বিভিন্ন ডাল ও তৈল বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন ডাল ও তৈলবীজ ২০১৪-১৫ বর্ষে বিক্রির জন্য নিম্নোক্তভাবে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	বীজের নাম	নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
১.	মসুর	৯০.০০ (নব্বই)	৮৭.০০ (সাতাশি)
২.	মুগ	৮০.০০ (আশি)	৭৮.০০ (আটাত্তর)
৩.	ছোলা	৭৫.০০ (পঁচাত্তর)	৭৩.০০ (তিয়াত্তর)
৪.	মাসকলাই	৭৬.০০ (ছিয়াত্তর)	৭৪.০০ (চুয়াত্তর)
৫.	খেসারী	৫২.০০ (বায়ান্ন)	৫০.০০ (পঞ্চাশ)
৬.	মটর	৬২.০০ (বাষট্টি)	৬০.০০ (ষাট)
৭.	ফেলন	৬২.০০ (বাষট্টি)	৬০.০০ (ষাট)
৮.	সরিষা- বড় (সম্পদ, বারি ১৪, বারি ১৫)	৭২.০০ (বাহাত্তর)	৭০.০০ (সত্তর)
	সরিষা- ছোট (টরি ৭, বারি ৯, বারি ১১, বিএডিসি ১ ও বিনা'র সকল জাত)	৭০.০০ (সত্তর)	৬৮.০০ (আটষট্টি)
৯.	চীনাবাদাম	৮০.০০ (আশি)	৭৮.০০ (আটাত্তর)
১০.	সয়াবীন	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি)	৬৩.০০ (তেষট্টি)
১১.	সূর্যমুখী	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি)	৬৩.০০ (তেষট্টি)
১২.	তিল	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি)	৬৩.০০ (তেষট্টি)

মেধাবী মুখ

তাসলিমা রহমান আখি

তাসলিমা রহমান আখি ২০১৪ সালের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে জিপিএ- ৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আঁখি বিএডিসি'র হিসাব বিভাগের (কেন্দ্রীয় তহবিল শাখা) সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মৈয়াদ মিজানুর রহমানের কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

চলতি মৌসুমে বিএডিসি'র ১৫ মে.টন পেঁয়াজ বীজ ও ১০০ মে.টন পেঁয়াজ বাল্ব উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

চলতি মৌসুমে (২০১৪-১৫) রবি মৌসুমে বিএডিসি ১৫ মে.টন মানসম্পন্ন পেঁয়াজ বীজ এবং ১০০ মে.টন মানসম্পন্ন পেঁয়াজ বাল্ব উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

সময় মত সেচ দিন অধিক ফসল ঘরে তুলুন

জাতীয় বীজ নীতি ও বিএডিসি'র কার্যক্রমঃ একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক(বীজসং), বিএডিসি, ঢাকা

কৃষির উপরই এদেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে বাঁচাতে কৃষকদের অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে দেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৮.৬%। উন্নতমানের বীজ কৃষি উৎপাদনের অন্যতম মৌলিক উপাদান হলেও দেশের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতমানের বীজের ব্যবহার এখনও অত্যন্ত সীমিত। এর প্রধান দুটি কারণ হিসেবে বলা যায় (ক) সরকারি খাতে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম এবং (খ) বেসরকারি খাতে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করে কৃষকদের নিকট সঠিক সময়ে ও যৌক্তিক মূল্যে পৌঁছে দেয়া অতীব জরুরী।

বীজ খাতের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জাতীয় বীজ নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতীয় বীজ নীতির ১১ নং ধারায় বীজ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ শক্তিশালীকরণ এর আওতায় জাতীয় বীজ বোর্ড পুনর্গঠনসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি বীজ উইং প্রতিষ্ঠা, বিএডিসির বীজ উইং এবং বীজ অনুমোদন সংস্থা (এসসিএ) শক্তিশালীকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বিএডিসির বীজ ও উদ্যান উইং এবং বীজ অনুমোদন সংস্থা (এসসিএ) শক্তিশালীকরণ এর উদ্যোগ এখনও পুরোপুরি দৃশ্যমান নয়। বিএডিসির বীজ ও উদ্যান উইং শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে সরকারের নির্দেশনার "বিএডিসির বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন" ২০১০ এর ১৪ জুলাই কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হলেও আজও তা আলোর মুখ দেখেনি। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএডিসির কাজ হচ্ছে সুলভ মূল্যে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ বিশেষ করে বীজ, সার, সেচ সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও এসকল উপকরণ দেশের দরিদ্র কৃষকের নিকট সহজলভ্য করা। বীজ এর মত সংবেদনশীল কৃষি উপকরণের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা অত্যন্ত জরুরী। অথচ বীজ নীতিতে বলা হয়েছে বিএডিসি'র বীজ উইং যথাসম্ভব বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। বাণিজ্য ও সেবা দুটি ভিন্ন বিষয়। বাণিজ্যের সংগে লাভের (Profit) বিষয়টি যেখানে মুখ্য সেখানে সেবার বিষয়টি অবশ্যই উপেক্ষিত হবে। সেবার ক্ষেত্রে লাভের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হলেও মুখ্য নয়।

একদিকে বলা হচ্ছে বিএডিসি'র বীজ উইং যথাসম্ভব বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে অন্যদিকে বীজের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের কাছাকাছি রাখতে হবে-বিষয় দুটি পরস্পরবিরোধী। বীজ নীতির ১১.২.২ ধারায় বলা হয়েছে বেসরকারি খাতের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অন্যান্য বীজ উৎপাদন করতে হবে। এটি কিভাবে সম্ভব? যেখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ভিন্ন। সরকারি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে সেবা প্রদান, আর তা করতে হয় জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা থেকে। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যবসা করা অর্থাৎ লাভের বিষয়টি সেখানে বিশেষভাবে জড়িত এবং জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নেই বললেই চলে। যদিও প্রত্যক্ষভাবে তারাও দেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে। নীতি বা আইন দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টি করা যায় না, এটি অর্জন সেবা বা পণ্যের গুণগতমান দিয়ে। বীজ এর মান খারাপ হলেতো ভোক্তা তথা কৃষকই বিএডিসিকে প্রত্যাখ্যান করবে।

পণ্যের মান ভাল হওয়ার সাথে সাথে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে তা রয়েছে কিনা সেটিও বিবেচ্য। বেসরকারি বীজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রায়শই সরকারি-বেসরকারি বীজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড" এর কথা বলা হয়। এ দাবীটি কতটুকু যৌক্তিক তাও ভাববার বিষয়। প্রসঙ্গত বলা যায় প্রাইভেট কোম্পানির মাধ্যমে মোবাইল ফোনের বিস্তৃতির কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠান টিএন্ডটি বিভাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত টেলিফোনের ব্যবহার ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে যা অনস্বীকার্য। তেমনিভাবে ডাক বিভাগের কার্যক্রমও অনেকাংশে বন্ধ হতে গেছে বিভিন্ন প্রাইভেট কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃক তুলনামূলক দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য। এ অবস্থার জন্য নিশ্চয় আইন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি।

বীজ নীতির ১১.২.৩ ধারায় বীজের মূল্য নির্ধারণ এবং ভর্তুকির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বিএডিসির বীজের মূল্য যথাসম্ভব উৎপাদন ব্যয়ের কাছাকাছি থাকতে হবে এবং ভর্তুকি ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করতে হবে। বীজের বিক্রয় মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের কাছাকাছি রাখার বিষয়টি প্রশংসনীয় হলেও বাস্তবতা বিবর্জিত। বীজ উৎপাদনের জন্য কেজি প্রতি যে খরচ হয় তার সাথে বীজের আনুষঙ্গিক খরচ অর্থাৎ বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের কাজে ব্যয়িত খরচ যোগ করলে বীজের বিক্রয় মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের কাছাকাছি রাখা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

বিএডিসি কর্তৃক বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান দিকে দেখা যাবে যে, বীজ সরবরাহের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে এবং ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় চাহিদার ১,২০,০০০ মে. টন (৪০%) দানাজাতীয় শস্যবীজসহ অন্যান্য মোট ১,৯২,৫০০ মে. টন মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। বর্ণিত এ বীজের উৎপাদন, সংগ্রহ,

(বাকি অংশ ১৫ এর পাতায়)

জাতীয় বীজ নীতি ও বিএডিসির কার্যক্রম একটি পর্যালোচনা

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের নিয়োজন ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে বীজ বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিজস্ব আয় থেকে। বিএডিসির সূচনাতে ও তার ব্যবস্থাপনা উইং এর সকল বীজ ও উদ্যান উইং এর বাজেট তুলনা করলে দেখা যাবে যে বীজ ও উদ্যান উইং এর বাজেটে বীজ বিক্রয় থেকে নিজস্ব আয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। উল্লেখ্য যে, বীজ ক্রয় ও বীজের আনুষঙ্গিক খরচ নির্বাহ ছাড়াও অন্যান্য সকল ব্যয় যেমন অফিস পরিচালনা, বেতনভাতা, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন, সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি খাতের নিজস্ব ঐ আয় থেকেই নির্বাহ করা হয়। অথচ বীজ ও বীজের আনুষঙ্গিক খাত থেকে সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং দিন দিন তা আরো কমে যাচ্ছে। একে প্রতিবছরই বর্ধিত বীজ ক্রয় ও অন্যান্য খরচ মিটাতে গিয়ে বিএডিসির বীজ ও উদ্যান উইং কে বাজেট ঘাটতিতে পড়তে হচ্ছে অথচ কৃষির অগ্রযাত্রা এবং সংরক্ষণশীল এ উপকরণ এর ক্ষেত্রে সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ বরং বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল। প্রয়োজনে কম গুরুত্বপূর্ণ খাত থেকে বাজেট কর্তন করে হলেও বীজের মূল্য কৃষকের নাগালের মধ্যে রাখা জরুরী নয় কি। মনে রাখতে হবে আমাদের অর্থনীতি এখনও কৃষি নির্ভর তাই সর্বাগ্রে সকলের বীজ নীতির এদিক দিক পুনর্বিবেচনা করার এখনই সময়।

চলতি মৌসুমে বিএডিসি ৩২৫৫০ মে.টন ধান ডাল ও তৈল বীজ বিতরণ শুরু করেছে

চলতি (২০১৪-১৫) রবি মৌসুমে বিএডিসি ৩২৫৫২.৭৫০ মে.টন ডাল ও তৈল বীজ বিতরণ শুরু করেছে। এর মধ্যে ১৬৭৭ মে.টন চিভি ও বাসমোবিত প্রত্যয়িত ডাল বীজ (মসুর, খেসারী, ছোলা, মটর, ফেলন ও মুগ) এবং ১৫৭৫.৭৫০ মে.টন তৈল বীজ (সরিষা, তীসাজলাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী, ও তিল) রয়েছে।

চলতি মৌসুমে ৫৫ কেজি হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

চলতি মৌসুমে (২০১৪-১৫) বিএডিসি হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচির আওতায় সমন্বয় ৪টি সবজি বীজ উৎপাদন খামারে ৫৫ কেজি বিভিন্ন ফসলের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

* সহকারী পরিচালক (সার), বিএডিসি কুমিল্লা অঞ্চলের সহকারী কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম পরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকার আবুল কালাম মোহাম্মদ আলী গত ২৫-০৯-২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.........রাজিউন)।

* উপপরিচালক (এএসসি), এর কার্যালয়, বিএডিসি বান্দরবান অঞ্চলে কর্মরত কেয়ার টেকার বাবু সুক বাবু অজিত চন্দ্র দাস গত ০১-১০-২০১৪ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

* উপপরিচালক (এএসসি),বিএডিসি পাবনা অঞ্চলে কর্মরত সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ জুলফিকার আলম গত ২৫-০৯-২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন।
(ইন্নালিল্লাহি............রাজিউন)।

চলতি রবি মৌসুমে বিএডিসি'র ৮৮০০ গ্রাম আলু বীজ (টিপিএস) বরাদ্দ

২০১৪-১৫ সালের রবি মৌসুমে বিতরণের জন্য বিভিন্ন জাতের ৮৮০০ গ্রাম প্রকৃত আলু বীজ (টিপিএস) সংরক্ষিত আছে। উক্ত মজুদের উপর ভিত্তি করে বীজ ডিলার ও কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য নিম্নবর্ণিত অঞ্চলসমূহের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমাণ প্রকৃত আলু বীজ (টিপিএস) বরাদ্দ দেয়া হলো।

ক্রম নং	অঞ্চলের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (গ্রাম)
১	ঢাকা	৬২৫
২	ময়মনসিংহ	৫০
৩	জামালপুর	৩২৫
৪	কিশোরগঞ্জ	২৫৫
৫	সিলেট	৬৫
৬	ফরিদপুর	৪১৫
৭	কুমিল্লা	৬৫৫
৮	রাজশাহী	১১৮৫
৯	পাবনা	৬০
১০	বগুড়া	১০৫৫
১১	রংপুর	১৫৭৫
১২	দিনাজপুর	১১৯৫
১৩	খুলনা	৬০
১৪	যশোর	৬৫৫
১৫	কুষ্টিয়া	৫২৫
	সর্বমোট ঃ	৮৮০০

বিএডিসি'র বীজ বপণ করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
"ভাল বীজে ভাল ফসল"

- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২০১৪-১৫ রবি মৌসুমে মোট ১,১৪,৪০২ মে.টন বিভিন্ন ফসলের (বোরো, গম, আলু ভুট্টা, শীতকালীন সব্জি, ডাল ও তৈল, পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ) উচ্চ ফলনশীল জাতের ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত শ্রেণীর বীজ বিপণন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করেছে।
- ফসলওয়ারী বীজের পরিমাণ ও বিক্রয়মূল্য নিম্নে দেয়া হলো।

ক্রম নং	ফসল	বীজের পরিমাণ (মে. টন)	শ্রেণী ভিত্তিক প্রতি কেজি বীজের বিক্রয় মূল্য (টাকা)	
			মানঘোষিত/প্রত্যায়িত	ভিত্তি
	বোরো	৩৯৯৭৬.২	৩৩.৫০ (তেত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা)	৪১.৫০ (একচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা)
১	বোরো (হাইব্রিড SL-8H) (সেবা সংগৃহীত)	১০১৫.০	২১০.০০ (দুইশত দশ)	
২	গম	২৭২৩৮.৪	৩৭.০০ (সাঁইত্রিশ)	৪০.০০ (চল্লিশ)
৩	ভুট্টা	২৩৭.৮৮৩	হাইব্রিড= ৭২.০০ (বাহাত্তর)	খৈ ভুট্টা = ৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ)
৪	আলু	২১৫৫২.৪	* কার্ডিনাল/এস্টারিক্স: এ-গ্রেড= ৩১.০০ (একত্রিশ) বি-গ্রেড = ২৯.০০ (উনত্রিশ) * ডায়মন্ট/গ্রানোলা: এ-গ্রেড= ২৯.০০ (উনত্রিশ) বি-গ্রেড = ২৭.০০ (সাতাশ) * কারেজ/প্রাডিকা/লেডিরোসেটা/ফেলসিনা/শেরা: এ-গ্রেড= ২৬.০০ (ছাব্বিশ) বি-গ্রেড = ২৪.০০ (চব্বিশ)	* কার্ডিনাল/এস্টারিক্স/ডায়মন্ট: এ-গ্রেড= ৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ) বি-গ্রেড = ৩৩.০০ (তেত্রিশ) * গ্রানোলা/লেডিরোসেটা/কারেজ: এ-গ্রেড = ৩১.০০ (একত্রিশ) বি-গ্রেড = ২৯.০০ (উনত্রিশ)
	সিডলিং টিউবার	২.৭৬	১৫-২৫ মি.মি.= ২৬.০০ (ছাব্বিশ) ২৬-৩৫ মি.মি.= ২৪.০০ (চব্বিশ)	
	টিপিএস	৮৮০০ গ্রাম	প্রতি গ্রাম ১৪.০০ (চৌদ্দ)	
৫	শীতকালীন সব্জি	৭০.৫৫১	ফসলওয়ারী জাতভিত্তিক বীজের বিক্রয়মূল্য ইতিমধ্যে অঞ্চল ও জেলা সমূহে জানানো হয়েছে।	
৬	ডাল জাতীয়	২৩৩৩.২১৫		
৭	তৈল জাতীয়	১৭৮২.৩৪০		
৮	পেঁয়াজ বীজ	৮.৩২৯	প্রতি কেজি ২৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র	
৯	পেঁয়াজ বাল্ব বীজ	১০০.০০	প্রতি কেজি ৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র	

- বিএডিসি'র ২২টি আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে অনুমোদিত নিবন্ধিত বীজ ডিলার, ২২টি জেলা ট্রানজিট বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে হতে নিবন্ধিত বীজ ডিলার ও কৃষকদের নিকট এবং ৫০ টি জেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র ও ৩৬ টি উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে সরাসরি কৃষকদের নিকট "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে বীজ বিক্রয় করা হচ্ছে।
- বিএডিসি'র বীজ ডিলারদের নিকট বিক্রয়ের জন্য আঞ্চলিক ও ট্রানজিট গুদামে বীজের সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষকদের নিকট সরাসরি বিক্রির জন্য বিএডিসি'র বীজ বিক্রয়কেন্দ্রে বীজ সরবরাহ করা হয়েছে।
- আগ্রহী কৃষক ভাইদের বিএডিসি'র বীজ বিক্রয়কেন্দ্র ও বীজ ডিলারদের নিকট হতে উচ্চফলনশীল জাতের মানসম্পন্ন বীজ ক্রয় করে আবাদ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

বিএডিসি'র বীজ কৃষকদের আস্থার প্রতীক- বিএডিসি প্রদত্ত মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারে নিশ্চিত ফলন
বিএডিসি'র বীজ ব্যবহার করুন- অধিক ফসল ঘরে তুলুন।

www.badc.gov.bd

অগ্রহায়ণ - পৌষ মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণঃ নবান্নের মৌ মৌ গন্ধে আর পিঠা পায়েসের সমারোহে অগ্রহায়ণের আগমন। এ সময় কৃষকের কাজের অন্ত নেই।

আমন ধানঃ আমন ধান কর্তনের মৌসুম। আমন ধান কেটে স্তূপ করে না রেখে মাড়াই করে ফেলতে হবে। গরু দিয়ে মাড়াই না করে কাঠ বা ড্রামের উপর ধানের আঁটি পিটিয়ে মাড়াই করা ভাল। ইদানিং প্যাডেল থ্রেসার দিয়ে মাড়াই কাজ অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যন্ত্রটির দাম কম, সহজে বহনযোগ্য এবং কার্যক্ষমতাও ভাল। মাড়াই করা ধান ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে তারপর গোলাজাত করতে হবে। বীজ ধানের ক্ষেত্রে ফুল আসার সময় এবং ধান কর্তনের আগে যে জাতের ধান লাগানো হয়েছে তা থেকে ভিন্ন জাতের বিজাত যথা- খাটো, লম্বা, আগে পরে ফুল আসা, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে মাড়াই ঝাড়াই শুকানো সকল কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। বীজ ধান দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট শব্দ হয় এমনভাবে শুকিয়ে বায়ুরুদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধানঃ বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। বীজতলা সাধারণত কম উর্বর জমিতে করা হয়ে থাকে। এটা কখনো করা যাবে না। বরং উর্বর একটু উঁচু জমিতে প্রয়োজন মত জৈব সার দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতে চারার বাড়ন্ত কমে গেলে জোয়ার পূর্বাহ্নে পানি দিয়ে প্রাতঃ সেচ দিলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে উর্বরতা ও চারার বাড়ন্ত অবস্থা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

গমঃ এ মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে গম বীজ বপন করতে পারলে ভালো হয়। এর পরে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য গমের ফলন হেক্টর প্রতি ৫ কেজি কমে যেতে পারে। গম চাষের জন্য জমি উত্তমরূপে চাষ করে একর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার নিয়মমাফিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রভেক্স বা অন্য ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজশোধন করে নিলে বীজ ও চারা গাছ রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। সেচসহ হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি এবং সেচ ছাড়া ১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আলুঃ এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করতে হবে। উত্তম রূপে জমি প্রস্তুত করে সারি করে আলু লাগাতে হবে। প্রতি একর জমিতে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি একরে ১২০ ঃ ১২০ ঃ ১৪০ কেজি হারে ইউরিয়া, টি এস পি ও এমওপি এবং ২৪০০ কেজি জৈব সার দিতে হবে।

শীতকালীন সব্জিঃ ইতোপূর্বে লাগানো ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মুলা, লেটুস, শালগম, গাজর ফসলের প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এ সকল সব্জির বীজ ও চারা লাগানো এ মাসেও অব্যাহত থাকে।

ডাল ও তৈল বীজঃ ইতিমধ্যে স্বল্পকালীন সরিষাজাতে ফুল আসা শুরু হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌমাছি ব্যবহার করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পাবে। মসুর, ছোলা, খেসারী ইত্যাদি ফসল মাঠে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে। এসব ফসলের খুব একটা পোকামাকড় হয় না। তোতাপাখি দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে। সয়াবিন ও বাদাম বীজবপন এ সময় শুরু করতে হবে।

পৌষ মাসঃ এ মাস হতে বোরো ধান লাগানো শুরু করা যায়। চারা উঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে শিকড় ছিড়ে না যায়। ২/৩ টি সুস্থ সবল চারা গর্তে লাগাতে হবে। সব চারা না বাঁচলে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণমত সার সুপারিশ মাফিক প্রয়োগ করতে হবে।

গমঃ গমের বাড়ন্ত অবস্থায় ফুল আসার আগে একবার হালকা সেচ দিলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত গম ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

আলু ঃ আলু ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। আলুর আগাম ধসা রোগ খুবই মারাত্মক এবং এতে আলুর ফলন শতভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্নসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলে আলুর এ মড়ক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ আক্রমণে প্রথম অবস্থায় গাছের পাতার উপরে ভেজাভেজা দাগ পড়ে। পরে এ দাগের সংক্রমণ ও বিস্তার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২/৩ দিনে সম্পূর্ণ গাছকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের প্রতিরোধক হিসেবে রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রতি তিন দিন অন্তর ডাইথেন এম-৪৫ বা অন্য অনুমোদিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

ডাল তৈলবীজঃ সরিষা ফসলে (দীর্ঘ মেয়াদীজাত) হালকা সেচ দিতে হবে। সরিষায় জাব পোকা দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী অঞ্চলে এ সময় মুগ বীজ বপন শুরু করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে ডাল ফসলের জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে।

অন্যান্য ফসলঃ এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না বলে সব্জী ও মসলা ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। এ মাসেই পটলের লতা লাগানো যেতে পারে।

বিএডিসি'র [illegible] ফুল দিয়ে [illegible] জনাব মোঃ [illegible] সদস্য পরিচালক [illegible] জনাব মোঃ [illegible] এবং সচিব জনাব মোঃ [illegible] ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

বিএডিসি'র বিদায়ী [illegible] জনাব মোঃ [illegible] সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ [illegible] পাশে সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ [illegible] হক ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

[illegible] বিএডিসি'র [illegible] ও [illegible] জনাব মোঃ [illegible] হক

[illegible] ১০০০ মেট্রিক টন [illegible] নির্মাণ কাজ পরিদর্শন [illegible] জনাব মোঃ [illegible] দেখা যাচ্ছে

৪র্থ এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ এমপি

৪র্থ এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

৪র্থ এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ উপলক্ষে স্থাপিত বিএডিসি'র স্টলে সংস্থার চেয়ারম্যান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

৪র্থ এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ উপলক্ষে স্থাপিত বিএডিসি'র স্টলে ভূগর্ভস্থ সেচনালা পরিদর্শন করছেন সংস্থার সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরীসহ অন্যান্যরা

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

৫ম এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র
স্টলে ভূগর্ভস্থ সেচনালার মডেল

৫ম এগ্রো বাংলাদেশ মেলা ২০১৪ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র
স্টলে মেনহেড়া রাবার ড্যামের মডেল

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে নন-ইউরিয়া সার

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে বিভিন্ন জাতের বীজ

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে বিশালাকৃতি
সবুজে সুশোভিত বিএডিসি'র স্টল

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে বিএডিসি
উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের র‌্যালী

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২০১৭, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।